"শেখ হাসিনার বারতা
নারী পুরুষ সমতা"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ এর যুগোপযোগী ও হালনাগাদ ও সংশোধন সংক্রান্তে গঠিত কমিটির ১ম সভার কার্যবিবরনী।

সভাপতি	:	আবেদা আক্তার নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জাতীয় মহিলা সংস্থা
তারিখ	:	০৭/০২/২০২৩
সময়	:	বেলা দুপুর ২.৩০ মিনিট
সভার স্থান	:	সভাকক্ষ, জাতীয় মহিলা সংস্থা, ১৪৫ নিউ বেইলী রোড, ঢাকা।
সভায় উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট "ক"

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতি বলেন নারীর সার্বিক সুরক্ষা, সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বহুমূখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে এবং বাস্তবায়ন করছে। দেশের সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। নারীর পারিবারিক জীবন নির্বিঘ্ন এবং সন্মানজনক রাখার জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের রয়েছে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০। সময়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে বিদ্যমান পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ যুগোপযোগী, হালনাগাদ ও সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সভাপতি কমিটির সভায় বিদ্যমান পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য-সচিবকে সভাপতি অনুরোধ জানান এবং এ আইনের সংশোধনযোগ্য এবং হালনাগাদকরণের নিমিত্ত বিভিন্ন ধারাগুলোর বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য সভায় উপস্থিত কমিটির সদস্যবৃন্দকে অনুরোধ জানান।

২। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টি সেক্টরাল প্রোগ্রাম এর প্রকল্প পরিচালক জানান তার প্রকল্প এ বিষয় নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন আলোচ্য আইনটিতে শাস্তির বিধান এবং বিবাদী কে গ্রেপ্তারের বিষয়টি না থাকায় আইনটি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না বিধায় এ বিষয়গুলো আইনে অন্তর্ভুক্ত থাকা প্রয়োজন। এ ছাড়া তিনি বিদ্যমান আইনের ধারা ৫ তে বর্ণিত প্রয়োগকারী কর্মকর্তার বিষয়টি আরো স্পষ্টীকরণ করা দরকার মর্মে মতামত প্রদান করেন।

৩। মহিলাও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মোসাঃ ফেরদৌসী বেগম এ কমিটিতে মহিলা পরিষদ, আইন ও সালিশি কেন্দ্র ও বাংলাদেশ পুলিশের Victim Support সেন্টার এর ১ জন করে প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তকরণের অনুরোধ জানান। তার এ প্রস্তাবে কমিটির সকল সদস্য একমত প্রকাশ করেন।

৪। আলোচনাকালে সভাপতি বলেন, আলোচ্য আইনের ধারা ৫ তে বর্ণিত 'প্রয়োগকারী কর্মকর্তা' সম্পর্কে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় আলোচনা হয়। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় এ সংক্রান্ত সুপারিশ এ কমিটির সভার আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে কমিটির সকল সদস্য ঐক্যমত প্রকাশ করেন। সভাপতি আরো বলেন যে, বিদ্যমান আইনটি যুগোপযোগী, হালনাগাদ সংশোধনের লক্ষ্যে আমাদের দেশের পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ অর্থাৎ একই সামাজিক/অর্থনৈতিক অবস্থার দেশগুলোতে নারীর পারিবারিক জীবন নির্বিঘ্ন এবং সন্মানজনক রাখার জন্য কি ধরণের আইন/বিধি কার্যকর রয়েছে সে বিষয়গুলোও এ কমিটির দেখা প্রয়োজন।

৫। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক. পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ যুগোপযোগীকরনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ অর্থাৎ একই সামাজিক/অর্থনৈতিক অবস্থার দেশগুলো যেমন, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভূটানে নারীর পারিবারিক জীবন নির্বিঘ্ন এবং সন্মানজনক রাখার জন্য এ সংক্রান্তে কি ধরণের আইন/বিধি বিদ্যমান রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে পরবর্তী সভায় এ কমিটির সদস্যগণ তথ্য উপস্থাপন করবেন।

খ. পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ এর যুগোপযোগী ও হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, আইন ও সালিশি কেন্দ্র ও বাংলাদেশ পুলিশের Victim Support সেন্টার এর ১ জন করে প্রতিনিধি এ কমিটির সাথে কো-অপট করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৬। সভার আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২১/০৪/২০২৩

(আবেদা আক্তার)
নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
জাতীয় মহিলা সংস্থা
ও
আহবায়ক
পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ এর
যুগোপযোগী ও হালনাগাদ করনের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি।